রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে

الكلمات

আল-কালিমাত

বদিউজ্জামান
সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন
SOZLER PUBLICATION

الكلمات

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে
আল-কালিমাত
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদ-মণ্ডলী
সালাহউদ্দীন সাঈদী
মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ
মামুন বিন ইসমাঈল

সম্পাদনা
মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রীস্টাব্দ।

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস
মাসিক মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস
৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন বুকস্ কমপ্লেক্স, দোকান নং : ১১৮
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

মূল্য : ৯০০ (নয়শত) টাকা মাত্র।

From The Risale-i Nur Collection
Al-Kalimat
Bediuzzaman Said Nursi

Translated By
Salahuddin Sayeedi
Muhammad Muhibbullah
Mamun Bin Ismail

Edited By
Mohammad Irfan Howlader

Published
February 2021

Cover & Inner Design
Monthly Madina Graphics System
38/2, Bangla Bazar, Dhaka-1100

Publisher
Sozler Publication
Giyas Garden Books Complex, Shop No. : 118
37 North brook Hall Road, Bangla bazar, Dhaka.
Mobile : 01767822064, 01676518987
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

Price : 900 (Nine Hundred) Tk Only.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম কালিমা	৫
দ্বিতীয় কালিমা	১৬
তৃতীয় কালিমা	১৮
চতুর্থ কালিমা	২০
পঞ্চম কালিমা	২২
ষষ্ঠ কালিমা	২৪
সপ্তম কালিমা	২৮
অষ্টম কালিমা	৩২
নবম কালিমা	৩৮
দশম কালিমা	৪৫
এগারোতম কালিমা	১০৯
বারোতম কালিমা	১১৯
তেরোতম কালিমা	১২৭
চোদ্দোতম কালিমা	১৫০
পনেরোতম কালিমা	১৬৪
ষোলোতম কালিমা	১৮৩
সতেরোতম কালিমা	১৯৩
আঠারোতম কালিমা	২১৪
উনিশতম কালিমাত	২১৮
বিশতম কালিমা	২২৮
একুশতম কালিমা	২৪৮
বাইশতম কালিমা	২৫৮
তেইশতম কালিমা	২৮৮
চব্বিশতম কালিমা	৩০৭
পঁচিশতম কালিমা	৩৪৭
ছাব্বিশতম কালিমা	৪৫৪
সাতাশতম কালিমা	৪৭৩
আঠাশতম কালিমা	৪৯২
উনত্রিশতম কালিমা	৪৯৯

ত্রিশতম কালিমা ৫৩৩
একত্রিশতম কালিমা ৫৫৯
বত্রিশতম কালিমা ৫৯৩
তেত্রিশতম কালিমা ৬৫৮
লাওয়ামে ৭০০
সম্মেলন ৭৫১
কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহের এক ধরনের তাফসির রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে আল কালিমাত নামক গ্রন্থের সারাংশ ৭৭৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِينَ

হে ভাই! আমার কাছে কয়েকটি নসিহত শুনতে চেয়েছ। যেহেতু তুমি একজন সৈনিক, তাই সামরিক উদাহরণ-সংবলিত আটটি গল্পের মাধ্যমে কয়েকটি হাকিকত আমার নাফসের সাথে মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আমি অন্য সকলের চেয়ে আমার নফ্সকেই নসিহতের সর্বাধিক মুখাপেক্ষী বলে মনে করি। অতীতে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আটটি আয়াত থেকে উপকৃত হয়েছিলাম। সেগুলোকে আটটি কালিমা আকারে দীর্ঘ পরিসরে আমার নফ্সকে শুনিয়েছিলাম। এখানে সেগুলো জনসাধারণের ভাষায় সংক্ষেপে নিজের নফ্সকে শোনাব। কেউ চাইলে আমার নাফসের সাথে তা শুনতে পারে।

***

প্রথম কালিমা

'বিসমিল্লাহ' সকল কল্যাণের মূল। আমরাও প্রথমে তা দিয়েই শুরু করি। হে আমার নফ্স! জেনে রেখ, এই মুবারক শব্দটি যেমন ইসলামের নিদর্শন, তেমনি মহাবিশ্বে বিদ্যমান সকল কিছুর হালভাষার দ্বারা বিরামহীনভাবে উচ্চারিত জিকির। 'বিসমিল্লাহ' কত বিশাল ও অফুরন্ত এক শক্তি এবং কী যে অশেষ রহমতের ভান্ডার তা বুঝতে চাইলে নিম্নোক্ত গল্পটি লক্ষ করো, শোনো :

বেদুঈন অর্থাৎ আরব-মরুভূমিতে ভ্রমণরত কোনো লোকের জন্য জরুরি হলো, সেখানকার কোনো এক গোত্র প্রধানের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করা- যাতে করে দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে নিজ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে পারে। অন্যথায় একাকী অসংখ্য শত্রু এবং অশেষ প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে তাকে পর্যুদস্ত হতে হবে।

এমনই এক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি মরুভূমিতে যাত্রা শুরু করল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিনয়ী। অন্যজন দাম্ভিক ও অহংকারী। বিনয়ী ব্যক্তি একজন গোত্রপ্রধানের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ায় সব জায়গায় নিরাপদে ভ্রমণ করে। কোনো দস্যুর মুখোমুখি হলে সে বলে- 'আমি অমুক গোত্র প্রধানের লোক হিসেবে ভ্রমণ করছি।' তখন দস্যু তাকে আক্রমণ না করেই চলে যায়। আবার কোনো তাঁবুতে প্রবেশ করলে গোত্র প্রধানের নামের খাতিরে সে সম্মানও পায়।

কিন্তু দাম্ভিক ব্যক্তি কারও কর্তৃত্ব মেনে না নেওয়ায় পুরো যাত্রাপথেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়। সর্বদা ভয়ে তটস্থ আর ভিক্ষাবৃত্তি করে। এতে করে সবার কাছে হেয় এবং উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। হে আমার দাম্ভিক নফ্স! তুমি মরুভূমি-সদৃশ এই দুনিয়ার একজন পথিক। তোমার অক্ষমতা আর দরিদ্রতা সীমাহীন। তোমার শত্রু অসংখ্য আর তোমার চাহিদাও অফুরন্ত। আর বাস্তবতা যেহেতু এই- তাই সৃষ্টিজগতের সবকিছুর কাছে করুণা ভিক্ষা করা থেকে এবং যেকোনো দুর্ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই বিশ্ব-মরুভূমির চিরস্থায়ী মালিক ও পরম ক্ষমতাশীলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাও।

'বিসমিল্লাহ' শব্দটি এমনই এক বরকতময় ভান্ডার- যেটি তোমার অসীম অক্ষমতা ও দরিদ্রতাকে অসীম কুদরত ও রহমতের সাথে যুক্ত করে ঐ দরিদ্রতা ও অক্ষমতাকে কাঁদিরে রাহিমের দরবারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এক সুপারিশকারীতে পরিণত করে। হ্যাঁ, এই শব্দের ওপর নির্ভর করে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে রাষ্ট্রের নামে সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। কারও পরওয়া করে না; বরং রাষ্ট্র ও আইনের কথা বলে সব কাজ সম্পন্ন করে। সকল বাধার মুখে অবিচল থাকে। প্রথমেই বলেছি, 'সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নিজ হাল ভাষার দ্বারা বিসমিল্লাহ বলে,' তাই নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই তাই। যদি দেখ- মাত্র একজন ব্যক্তি সমস্ত শহরবাসীকে একত্রিত করে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে বাধ্য করছে। তখন অবশ্যই বুঝে নেবে যে, সে নিজের নামে বা নিজ ক্ষমতাবলে তা করছে না; বরং সে একজন সামরিক ব্যক্তি হওয়ায় শাসকের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আইন ও রাষ্ট্রের পরিচয়ে কাজ করছে।

ঠিক একইভাবে সকল সৃষ্টি আল্লাহর নামে চলে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিচিগুলো নিজের মাঝে বিশাল আকৃতির বৃক্ষকে ধারণ করে, পাহাড়ের মতো ভার বহন করে। অতএব, প্রতিটি বৃক্ষ 'বিসমিল্লাহ' বলে রহমতের ভান্ডারের ফলমূল দ্বারা নিজ হস্ত পরিপূর্ণ করে আমাদেরকে তা পরিবেশন করছে। প্রতিটি শস্যক্ষেত্র 'বিসমিল্লাহ' বলে কুদরতি রন্ধনশালার বিশাল এক কড়াইয়ে পরিণত হয়, যে কড়াইয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন খাবার একই সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে রান্না করা হচ্ছে। প্রতিটি গাভি, উষ্ট্রী, ভেড়ী ও ছাগী 'বিসমিল্লাহ' বলে রহমতের প্রাচুর্যময় এক একটি সুপেয় দুধের ঝরনাধারায় পরিণত হয়। আমাদেরকে আল্লাহর রাজ্জাক নামের কল্যাণে আবেহায়াত-সদৃশ সর্বোত্তম ও সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে।

সমস্ত বৃক্ষ ও তৃণলতা রেশমি সুতার মতো নরম শিকড় ও শিরা-উপশিরাগুলো 'বিসমিল্লাহ' বলে শক্ত পাথর ও মাটি ভেদ করে বাড়তে থাকে। আল্লাহ ও রহমানের নাম নেওয়ার ফলে সবকিছুই অনুগত হয়ে যায়।

বাতাসে ডালপালার সম্প্রসারণ, ফল প্রদান, শক্ত পাথর এবং মাটিতে শিকড়গুলোর অতি সহজে বিস্তৃতিলাভ এবং মাটির নিচে রকমারি ফসল প্রদান, প্রখর তাপের মধ্যেও মাসের পর মাস সতেজ ও সবুজ পাতাগুলোর জীবন্ত থাকা প্রকৃতিবাদিদের গালে সজোরে চপেটাঘাত করে। আর 'চোখ থাকতেও অন্ধ' ঐ সকল লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয় এবং বলে :

তোমাদের আস্থাভাজন তাপ ও কাঠিন্যও আল্লাহর নির্দেশের অনুগত। এজন্যই রেশমি সুতার মতো বৃক্ষের নরম শিকড়গুলোও হজরত মুসা আ.-এর লাঠির মতো :

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

'আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করো।'

আল্লাহর এই আদেশের অনুগত হয়ে পাথরকে বিদীর্ণ করছে; সিগারেটের পাতলা কাগজের মতো নরম লতাপাতাগুলো হজরত ইবরাহিম আ.-এর শরীরের একেকটি অঙ্গের মতো আগুনের প্রখর তাপের মাঝেও :

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا

'হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

আয়াতটি পাঠ করছে। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃত অর্থে 'বিসমিল্লাহ' বলে, আল্লাহর নামে তাঁরই

নিয়ামতগুলো আমাদেরকে প্রদান করে, তাই আমাদেরও উচিত 'বিসমিল্লাহ' বলা, আল্লাহর নামে দেওয়া ও আল্লাহর নামে নেওয়া। একই সঙ্গে যে সকল গাফিল মানুষ দেওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তাদের নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ না করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধুই পরিবেশকের ভূমিকা পালনকারী মানুষদের আমরা একটি মূল্য প্রদান করি, কিন্তু সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ আমাদের থেকে কী মূল্য চাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ঐ প্রকৃত নিয়ামতদাতা এই মূল্যবান নিয়ামত ও সম্পদের বিনিময়ে আমাদের থেকে তিনটি জিনিস চাচ্ছেন। আর সেগুলো হলো :

১. জিকির

২. শোকর

৩. ফিকির

শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' জিকির, শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' হলো শোকর আর মাঝে চমৎকার শৈল্পিকতায় পরিপূর্ণ মহামূল্যবান নিয়ামতগুলোকে অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কুদরতি মুজিযা ও রহমতের উপঢৌকন হিসেবে চিন্তা ও অনুধাবন করা হচ্ছে ফিকির।

কোনো বাদশাহর পাঠানো মূল্যবান উপহার তোমার নিকট বহনকারী এক সামান্য কর্মচারীর পায়ে চুম্বনের মাধ্যমে অস্বাভাবিক সম্মান প্রদর্শন করে প্রকৃত উপহারদাতাকে না চেনা যেমন নিরেট মূর্খতার পরিচায়ক, ঠিক তেমনই দৃশ্যমান পরিবেশকদের প্রশংসা করে ও ভালোবেসে প্রকৃত নিয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া এর চেয়েও হাজারগুণ বেশি বোকামির পরিচায়ক। হে আমার নফ্স! এরূপ নির্বোধ না হতে চাইলে আল্লাহর নামে দাও, তাঁর নামে নাও। সকল কাজ তাঁর নামেই সম্পন্ন করো। ওয়াসসালাম

***

চৌদ্দতম লাম'আর দ্বিতীয় মাকাম

[এই মাকাম সম্পর্ক যুক্ত তাই এখানে আনা হয়েছে]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

এর হাজার হাজার রহস্যের ছয়টি রহস্য সম্বলিত।

সতর্কতা : আমার নিষ্প্রভ চিন্তার প্রান্তিক সীমানা থেকে এক সমুজ্জ্বল নূর প্রকাশ পেল, যা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতের দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে। তাই সেটাকে আবার বিশেষ স্মৃতি ও মন্তব্য আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। বিশ-ত্রিশ সংখ্যক রহস্যের কয়েকটি রহস্য অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সুস্পষ্ট নূর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। সেই রহস্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে এর সংকলন সহজ হয় এবং সংযোজন সহজলভ্য হয়। তবে দুঃখের কথা হলো, আমার চেষ্টা পূর্ণ করার তৌফিক হয়নি। শুধুমাত্র ছয়টি রহস্যই সংগৃহীত হলো।

এই স্থানে সম্বোধনটা আমি আমার নিজেকে করেছি। তাই যখনই আমি "হে মানুষ" বলি তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমার নিজের নফ্সকে বলা।

এই আলোচনা আমার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি এই আলোচনা আমার সূক্ষ্মদর্শী ভাইদের সত্য দৃষ্টির সামনে পেশ করি। ফলে এই আলোচনা 'চৌদ্দতম লাম'আর 'দ্বিতীয় মাকাম'-এর অংশ হয়ে

যায়। আর যে আমার সাথে আত্মার সম্পর্ক রাখবে এবং যার নফ্স আমার থেকে অধিক জাগ্রত ও সতর্ক থাকবে তার জন্য এই অংশ বড় উপকারী হবে। এই আলোচনা বুদ্ধি-বিবেকের তুলনায় অধিক অন্তর্গত। শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কের তুলনায় আত্মিক অভিরুচির নিকটতম।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

এই মাকামে কয়েকটি রহস্য উল্লেখ করব।

প্রথম রহস্য : 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ' একটা ঝলক নিম্নোক্ত আকারে দেখতে পেলাম। সৃষ্টিজগতের মুখাবয়বের উপর, ভূ-পৃষ্ঠের চেহারার উপর, মানুষের মুখাবয়বের উপর আল্লাহর রুবুবিয়াতের সমুজ্জ্বল তিনটি চিহ্ন রয়েছে। এই সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রদীপ্ত আলামত একটা আরেকটার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি এর প্রত্যেকটাই অপরটির নমুনা ও দৃষ্টান্ত।

প্রথম চিহ্ন : উলূহিয়্যাত ও প্রভুত্বের চিহ্ন : এটা বিরাট এক সমুজ্জ্বল চিহ্ন। অর্থাৎ পরস্পর সহযোগিতা, সহায়তা, পারস্পরিক আলিঙ্গন ও কুশল বিনিময়। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন অংশে এটা প্রচলিত যে, **বিসমিল্লাহর** এই চিহ্নের অভিমুখী এবং ইশারাদানকারী।

দ্বিতীয় চিহ্ন : রাহমানিয়াত ও দয়ালু হওয়ার চিহ্ন : এটা সুমহান চিহ্ন। এই চিহ্ন সাদৃশ্য ও অনুপাত, সামঞ্জস্য, বিন্যাস, মিল-সঙ্গতি, দয়া ও অনুগ্রহ থেকে প্রস্ফুটিত। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের প্রতিপালনে ভূ-পৃষ্ঠের চেহারায় এই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই চিহ্ন বিসমিল্লাহর মধ্যস্থিত আল্লাহর আর-রহমান নাম সেই দিকের অভিমুখী এবং তার প্রমাণবাহী।

তৃতীয় চিহ্ন : রহিমিয়্যাত ও দয়াবান হওয়ার চিহ্ন : এটাও সুমহান এক নিদর্শন। আল্লাহর সূক্ষ্ম ভালোবাসা, সুনিপুণ সহানুভূতি এবং অনুগ্রহের ঝলকানি মানব-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ হচ্ছে। এভাবে হচ্ছে যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের মধ্যস্থিত আল্লাহর আর-রাহীম নাম সেই দিকের অভিমুখী এবং তারই প্রমাণবাহী। অর্থাৎ আহাদিয়াত ও একত্বের চিহ্নসমূহের তিনটি চিহ্নের শিরোনাম এই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অস্তিত্বজগৎ নামক গ্রন্থের আলোকময় লাইনের আকার ধারণ করে। জগৎ-পুস্তিকার সমুজ্জ্বল এক রেখা একে দেয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সুদৃঢ় বন্ধন বেঁধে দেয়। অর্থাৎ আরশে আযীম থেকে অবতীর্ণ হওয়া এই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম মানুষের সাথে সম্পর্ক করে। যে মানুষ সৃষ্টি জগতের ফল ও ফসল এবং বিশ্বজগতের ছোট্ট নমুনা-চিত্র। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এই ভূ-পৃষ্ঠকে সুমহান আরশের সাথে সম্পর্ক করে দেয়। এবং মানুষের মহান আরশে পৌঁছার পথ সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় রহস্য : কুরআনুল মু'জিযুল বয়ান ওয়াহিদিয়াত তথা এককত্বের তাজাল্লীর অধীনে আহাদিয়াত তথা অনুপমত্বের তাজাল্লী ও দীপ্তি সর্বদাই বর্ণনা করে। যাতে করে বিবেক বুদ্ধি স্থবির না হয়ে যায় এবং অসংখ্য অগণিত সৃষ্টি জীবের মধ্যে যেই ওয়াহিদিয়াত তথা এককত্ব প্রকাশ্যমান, তার মধ্যে যেন হারিয়ে না যায়। এই কথাটা একটি উপমা দিয়ে সুস্পষ্ট করা যাক :

সূর্য অসংখ্য বস্তুকে আলো দান করে। সূর্যের এই সমষ্টিগত আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, সূর্যের ব্যাপক ও পরিব্যাপ্ত একটা চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টি রয়েছে। তাই সূর্য নিজেকে প্রত্যেকটা স্বচ্ছ আলোকভেদ্য বস্তুর মধ্যে আলো বিকিরণ করে আলোর প্রতিবিম্বের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।